পরম প্রেমময়

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের

বাণী চয়ন

Selections from

Sree Sree Thakur's Holy Sayings in English

শ্রীশ্রীঠাকুরের ৭৫তম জন্মমহোৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত।

Published on the occasion of Sree Sree Thakur's 75th Birth-day Anniversary.

প্রকাশক—
উৎসব কমিটি, শ্রীশ্রীঠাকুরের ৭৫তম জন্মোৎসব

সৎসঙ্গ,
দেওঘর,
এস্. পি., বিহার,
১১ই অক্টোবর, ১৯৬২

মণ্ডল প্রেস
২৩, ডিক্সন লেন,
কলিকাতা—১৪
হইতে মুদ্রিত।

অবতরণিকা

পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের শুভ ৭৫তম জন্মমহোৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত এই স্মারক পুস্তিকাটি তাঁর দেওয়া বাণীগুলি নিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে। আমাদের ব্যাখ্যায় তাঁর নিজস্ব ভাবের দ্যোতনা সম্পূর্ণ প্রকাশ পায় না তাই আমরা এই পথ গ্রহণ করেছি। শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনের ভিত্তি ঈশ্বরানুরাগের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। এই ঈশ্বরানুরাগ অবিরাম গতিতে মানুষকে সম্পূর্ণতা ও উন্নতির পথে এগিয়ে দেয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের এই ঈশ্বর-প্রেম প্রতিটি মানুষের মাঝেও ছড়িয়ে পড়ছে। কিন্তু ব্যক্তিগত কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সীমাকে তা' উল্লংঘন করেনি। শ্রীশ্রীঠাকুর চান অসৎ নিরোধী তৎপরতার সাথে ইষ্ট, অহং ও পারিপার্শ্বিকের এক সমন্বয় সূত্র গঠন করতে। ধর্ম্ম তিনি তাকেই বলেন যা' জীবন ও বর্দ্ধনকে ধরে রাখে এবং বিকশিত করে। তিনি এমন একটি জগৎ তৈরী করতে চান যা'র মধ্যে প্রধান হয়ে থাকবে ঈশ্বরানুরাগ, সাথে সাথে থাকবে মানুষের মধ্যে পারস্পরিকতা বোধ এবং সক্রিয় সেবাপরায়ণতা। তাঁর আদর্শবাদ জীবনের প্রতিটি খুঁটিনাটি ব্যাপারের সাথে জড়িত এবং জীবনের সবরকম সমস্যারই তা' সমাধান করেছে। তাঁর মতবাদ পূর্ব্বতন সন্ত, ঋষি ও মহাপুরুষগণের মতবাদের আপূরণী। এই আদর্শবাদ নিয়ে যদি আমরা এগিয়ে যেতে পারি, তবে শান্তি, স্বস্তি ও প্রাচুর্য্যের অধিকারী হ'ব।

শ্রীশ্রীঠাকুর যেমন একজন মহান দরদী পুরুষ, সবার প্রতি তাঁর নিবিড় ভালোবাসা, তেমনি আবার তাঁকেও সবার ভালোবাসতে ইচ্ছে

করে। মানুষকে যদি আমরা বস্তুতান্ত্রিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নীত করতে চাই তবে শ্রীশ্রীঠাকুরের এই বিরাট অবদানকে আমরা কিছুতেই অস্বীকার করতে পারি না। শ্রীশ্রীঠাকুরের তথা সৎসঙ্গের প্রধান উদ্দেশ্যই হ'ল ইষ্টকেন্দ্রিক চরিত্র নিয়ন্ত্রণের ভেতর দিয়ে মানুষের মাঝে ভগবত্তার উন্মেষ ঘটানো। সত্য পথে যাঁ'রা চিন্তা করেন তাঁদের সক্রিয় সহযোগিতা পেলে এই কাজ খুব একটা অসম্ভব হ'বে না।

এইটুকু ব'লে আমরা শ্রীশ্রীঠাকুরের কথাগুলিকে আমাদের পাঠক-বর্গের সামনে উপস্থাপিত করছি। তাঁরা নিজেরাই বিচার করবেন যে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের এই দরদী ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্যে আসবার সুযোগ তাঁরা গ্রহণ করবেন কি-না। এই বইখানি যদি আমাদের পাঠকদের হৃদয়ে এই শুভ ইচ্ছা জাগ্রত ক'রে তুলতে পারে তাহ'লে আমাদের পরিশ্রমও সার্থক বলে মনে করব। সমস্ত পাঠকদের সুবিধার্থে বাণীগুলি বাংলা, হিন্দী ও ইংরেজীতে প্রকাশিত হ'ল। এর মধ্যে বাংলা এবং ইংরেজী বাণীগুলি শ্রীশ্রীঠাকুরের স্বয়ং প্রদত্ত। হিন্দী অংশের বেশীর ভাগই মূল থেকে অনুবাদ করা হয়েছে।

সৎসঙ্গ, দেওঘর,
এস্, পি, বিহার
১১ই অক্টোবর, ১৯৬২

উৎসব কমিটি

বাণী চয়ন

সত্তা সচ্চিদানন্দময়
অসৎ নিরোধী হতেই
'সচ্চিদানন্দের পরিপোষক যা' তাই ধর্ম্ম'
ধর্ম্ম মূর্ত্ত হয় আদর্শে—
আদর্শে দীক্ষা আনে অনুরাগ,
অনুরাগ আনে বৃত্তি নিয়ন্ত্রণ,
বৃত্তি নিয়ন্ত্রণ আনে ধৃতি,
ধৃতি আনে সহানুভূতি,
সহানুভূতি আনে সংহতি
সংহতি আনে শক্তি
শক্তি আনে সম্বর্দ্ধনা
আর ধৃতি আনে প্রণিধান,
প্রণিধান হতেই আসে সমাধি—
আবার সমাধি হতেই আসে কৈবল্য—
তৃষ্ণার একান্ত নির্ব্বাণ—
মহাচেতন সমুত্থান।

* *

'আমাদের গন্তব্য হ'লো—ঈশ্বরপ্রাপ্তি
ধারণ-পালন-সম্বেগ-সিদ্ধ ব্যক্তিত্ব,
তার উপায় হ'চ্ছে আচার্য্যে সক্রিয় অনুরতি,
তার থেকে আসে—আত্মনিয়ন্ত্রণ,

পরিবার নিয়ন্ত্রণ, সমাজ নিয়ন্ত্রণ, রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ।
আর এই রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণের ভিতর দিয়ে
সারা বিশ্বের সঙ্গে যোগসূত্র রচনা ক'রে
সবটা নিয়ে বিবর্দ্ধনের দিকে এগিয়ে চলা,
আর এই সবগুলিকে সার্থক করে তোলা—ঈশ্বরে;
আর প্রাপ্তির পরম বেদনা এই-ই।'

*　　*

'আমার বলাগুলি যদি তোমার
শুধু কথা ও চিন্তারই খোরাক মাত্র হয়—
করার বা আচরণের ভেতর দিয়ে সেগুলিকে যদি
বাস্তবেই ফুটিয়ে তুলতে না পার
তবে—
পাওয়া যে তোমার
তমসাচ্ছন্নই রয়ে যাবে—
তা কিন্তু অতি নিশ্চয়।'

*　　*

'অর্থ, মান, যশ ইত্যাদি পাওয়ার আশায় আমাকে ঠাকুর সাজিয়ে ভক্ত হয়ো না। সাবধান হও—ঠকবে, তোমার ঠাকুরত্ব না জাগলে কেহ তোমার ঠাকুরও নয়, কেন্দ্রও নয়। ফাঁকি দিলেই পেতে হবে তা।'

*　　*

'সাধু সেজোনা, সাধু হ'তে চেষ্টা কর।'

*　　*

'দুঃখও এক রকম ভাব, সুখও এক রকম ভাব। অভাবের বা চাওয়ার ভাবটাই দুঃখ। তুমি জগতের হাজার করেও দুঃখ নষ্ট করতে পারবে না,—যতক্ষণ না তুমি হৃদয় থেকে ঐ অভাবের ভাবটা কেড়ে নিচ্ছ। আর ধর্ম্মই তা' করতে পারে।'

'তুমি ঠিক ঠিক জেনো যে তুমি তোমার, তোমার নিজ পরিবারের, দশের এবং দেশের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য দায়ী।'

※ ※

'তোমার মনের সন্ন্যাস হোক্—সন্ন্যাসী সেজে মিছামিছি বহুরূপী হ'য়ে বসো না।'

※ ※

'যাহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া যাহা-কিছু হইয়া তাহাই আছে—তাহাই ব্রহ্ম।'

※ ※

'ভারতের অবনতি তখন থেকেই আরম্ভ হয়েছে যখন থেকে ভারতবাসীর কাছে অমূর্ত্ত ভগবান্ অসীম হ'য়ে উঠেছে—ঋষি বাদ দিয়ে ঋষিবাদের উপাসনা আরম্ভ হয়েছে।'

※ ※

'মানুষের নিজ প্রবৃত্তিগুলির আকাংক্ষা পূরণের টানের চাইতে ইষ্টে বা ঈপ্সিতে (Ideal-এ) বেশী টান না থাকিলে অদৃষ্ট বা সঞ্চিত কর্ম্মফলের বিরুদ্ধে কিছুতেই কৃতকার্য্য হওয়া যায় না।'

※ ※

'প্রবৃত্তির এতটুকু প্রশ্রয় তোমাকে নিরাশ্রয় হওয়ার পথ আলুগা করে দেবেই কি দেবে; তাই সাবধান থেকো কিন্তু—চেতন থেকো।'

※ ※

'যদি এতটুকু লোকনিন্দা, উপহাস, স্বজনানুরক্তি, স্বার্থহানি, অনাদর, আত্ম বা পরগঞ্জনা তোমার প্রেমাস্পদ হইতে তোমাকে দূরে রাখিতে পারে, তবে তোমার প্রেম কতই লজ্জাকর, কতই ক্ষীণ—তা নয় কি?'

※ ※

'মনের সর্ব্বপ্রকার গ্রন্থির (সংস্কারের) সমাধান বা মোচন হইয়া একার্থ সার্থক হওয়াই মুক্তি।'

'যদি নেতা হ'তে চাও, তবে নেতৃত্বের অহংকার ত্যাগ কর, আপনার গুণগান ছেড়ে দাও, পরের হিতে যথাসর্ব্বস্ব পণ কর, আর যা' মংগল ও সত্য, নিজে তাই করে দেখাও, আর সকলকে প্রেমের সহিত বল ; দেখবে হাজার হাজার লোক তোমার অনুসরণ করবে।''

* *

'ক্লীবত্ব, দুর্ব্বলতা অনেক সময় ভক্তির খোলস প'রে দাঁড়ায়—তা' হ'তে সাবধান হও। দুর্ব্বল ভাবোন্মত্ততা অনেক সময় ভক্তির মত দেখা যায়। সেখানে নিষ্ঠা নাই, আর ভক্তির চরিত্রগত লক্ষণ নাই।'

* *

'যার বিশ্বাস যত কম, সে তত undeveloped, বুদ্ধি তত কম তীক্ষ্ণ। বিশ্বাসই বিস্তার ও চৈতন্য এনে দিতে পারে, আর অবিশ্বাস জড়ত্ব, অবসাদ, সঙ্কীর্ণতা এনে দেয়।'

* *

'ভক্তিতে কোনকালে কোনরূপ দুর্ব্বলতা নেই। ভক্তই প্রকৃত জ্ঞানী, ভক্তিবিহীন জ্ঞান বাচক জ্ঞান মাত্র।'

* *

'জগতের সমস্ত ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান, ভালবাসা ও কর্ম্ম যাঁহার ভিতর সহজ উৎসারিত, আর যাঁর প্রতি আসক্তিতে মানুষের বিচ্ছিন্ন জীবন ও জগতের সমস্ত বিরোধের চরম সমাধান হয় তিনিই মানুষের ভগবান।'

*

'জীবন্ত পরিপূরক মূর্ত্ত আদর্শে আনত হও—আর তার ভিতর দিয়েই অমূর্ত্ত ভগবানের সাক্ষাৎ লাভ কর—প্রাজ্ঞ হবে ; অমূর্ত্তের মূর্ত্ত বৈশিষ্ট্য আর মূর্ত্তের অমূর্ত্ত পরিবেদন তোমার চোখে প্রাঞ্জল হয়ে উঠবে—আর সেইখানেই বাস্তব ব্রহ্মদর্শন।'

'বিগত যাঁর প্রতি তোমার যতই অনুরাগ থাকুক না কেন—সেই অনুরাগে—যিনি সর্ব্বপূরক পুরুষোত্তম এখন—তাঁর অনুসরণ কর—তাতেই তাঁকে পাবে।'

* *

'ঈশ্বরকে তুমি তোমার যা কিছু যতখানি দিবে—তুমিও তাতে ততখানি তেমন হয়েই হবে—আর এই হওয়াটাই তোমার প্রাপ্তি।'

* *

ভগবান সবার কাছেই সমান—প্রত্যেকের আপন বৈশিষ্ট্যে তিনি যোল্—তা প্রত্যেকেরই পক্ষে, তাঁর দিকে যত এগুবে তাঁর দয়াকে তুমি পাবেও ততটুকু—প্রবৃত্তি প্ররোচনায় দূরে গেলে—দূরেও রবেন তিনি তোমার কাছে ; তাঁর বিধির রাস্তায় এগিয়ে চল, তাঁর আলোকে আলোকিত হও—পাও আর উপভোগ কর তাঁকে তোমার সবতায়।'

* *

'যদি পরীক্ষক সেজে অহংকার নিয়ে সদ্গুরু কিম্বা সাধু গুরুকে পরীক্ষা করতে যাও তবে তাঁতে তুমি তোমাকেই দেখবে—ঠকে আসবে। তাঁকে অহংএর কষ্টিপাথরে কষা যায় না, কিন্তু তিনি প্রকৃত দীনতারূপ ভেড়ার শিংএ খন্ডবিখন্ড হন।'

* *

'সদ্গুরু পেলেই কাল ও অবস্থা বিবেচনা না করে তৎক্ষণাৎ যে দীক্ষা গ্রহণ না করে, কাল তার পাতকী অঙ্কুশে বিপদারী সর্ব্বনাশে তাকে টানতে কিছুতেই ছাড়বে না। আর এই সদ্গুরু হচ্ছেন তিনি যিনি জীবনবৃদ্ধির চলনাগুলিকে হাতে কলমে এস্তামাল করে জানায় শ্রেষ্ঠ বা গুরু হয়েছেন।'

* *

'তোমার মাথা স্ত্রী পরিবারেই লেগে আছে কিন্তু—দেখাচ্ছ 'চলছ গুরুর নামে—ঐ বাহানায়' ; তাঁকে উপচয়ে না রেখে তুমি দেনার হাত থেকে বাঁচবে কি করে ?'

'চিত্ত যেমন বৃত্তি সমাচ্ছন্ন ব্যক্তিত্বও তেমনি গ্রহগ্রস্ত

* *

'সত্তাসম্পদ না হলে অর্জ্জিত জলুসে তোমার যেমনই হোক না কেন জন্মের ভিতর দিয়ে—তা কিন্তু বর্ত্তাবে না কাউতে ; অর্জ্জন সত্তাসম্পদ করে তোল—সন্তান বাড়বে জলুসে।'

* *

'দেব দেবী তোর থাক না যতই
ইষ্টে যদি এক না হল,
কি ফল তাতে হবে রে তোর
সবই যে তোর ব্যর্থ গেল।'

* *

'মহান্ যারা শ্রেয় যা'রা
দেব দেবী আর পূত যা'রা—
সবার প্রতি শ্রদ্ধা রাখিস
ঠিক রেখে তোর ইষ্ট দাঁড়া।'

* *

'স্তব-স্তুতি কীর্ত্তনাদি
যাই করিস না ঠিক বুঝিস
আচার-বিচার অনুশীলনে
আয়ত্তে তা করিসই করিস।'

* *

'সত্ত্ব বাদই বাদের সেরা
শঙ্খধ্বনিত কর নিনাদ,
সত্তাটুকু বাদ দিলে আর
নাই কো বিশ্বে কোন বাদ।'

'মুস্কিল-আসান সুরে-গানে
ঘুরে বেড়ায় ফকির ঐ
সব দরজায় দিচ্ছে হানা—
বাঁচা-বাড়ায় চলছে কই ?'

* *

'পুরুষোত্তম আসেন যখন
সব গুরুরই সার্থকতা
তাঁকে ধরলে আসে নাকো
গুরু ত্যাগের ঘৃণ্য কথা।'

* *

'যাদুকর নয় গুরু কিন্তু
যাদু ভাংগাই তাঁর স্বভাব
যাদু ভেংগে দেন দেখিয়ে
ভব-দুনিয়ার স্বরূপ ভাব।'

* *

'ইষ্ট নেশায় নয় কো অটুট
পূরণ প্রবণ ইষ্ট প্রাণ
আচার্য্য বা গুরুপদে
হতেই নারে অধিষ্ঠান।

* *

'অসীম যখন সহজ জ্ঞানে
সীমাতে লন স্থান
বৃত্তিভেদী টান হলে তায়
দেখবি ভগবান্।'

'ধর্ম্ম' যদি না ফ্'টলো তোর সংসারের প্রতি কর্ম্মে'।
বাতিল ক'রে রাখলি তারে কি হবে তেমন ধর্ম্মে'।
হোস না যোগী, হোস না জ্ঞানী গোঁসাই গোবিন্দ যাই না হোস।
যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি না করলে তুই কিছুই নোস্ ॥'

* *

'পিতায় শ্রদ্ধা মায়ে টান
সেই ছেলেই হয় সামপ্রাণ।

* *

'ঠাকুর দেখিস্ দেবতা দেখিস
লাখ বিভূতিই হোক'
কি হ'ল না বদলালে তোর
বৃত্তি-রঙীল ঝোঁক!'

* *

'ঘটে ঘটে ইষ্টস্ফুরণ হবেরে তোর যবে।
ব্রহ্মবোধের প্রথম ধাপটা ঠিক পাবি তুই তবে ॥'

* *

'স্বামীর ঝোঁকে ছুটলে নারী শ্রেষ্ঠ ছেলের মা।
ইষ্ট ঝোঁকে ছুটলে পুরুষ প্রজ্ঞা অনুপমা ॥
মাতৃত্বটী সত্যি সজাগ জানিস মেয়ে সেইখানে।
পরে ছেলের দরদ ব্যথায়, মাতৃ ঝলক যেই প্রাণে ॥'

* *

'মুখের বুলে যাই বল না চলহ তুমি যা' ক'রে।
সেটাই কিন্তু আছে মাথায় যাই বল যে বোল ধ'রে ॥

* *

'যাতেই তুমি নিয়োজিত, করছো তুমি যা।
ভগবানের দৃষ্টি তাতেই 'ভাব' বা 'চিন্তা'য় না ॥'

* *

'গুন বৈশিষ্ট্যে দাঁড়িয়ে শ্রমে উৎকর্ষেতে চলা।
বর্ণাশ্রমের এইতো নীতি ঋষির মুখে বলা ॥'

'মনে যেন থাকে—

সবার ঈশ্বর তোমার ঈশ্বর

সবার ধর্ম যা মানুষকে

জীবন ও বৃদ্ধিতে শ্রেয়শীল করিয়া তোলে

সে-ধর্ম তোমার ধর্ম

এবং তাহা প্রত্যেকেরই ;

প্রত্যেকটি মানুষের

বাঁচাবাড়ার সহায় হও,—

প্রত্যেকটি সম্প্রদায়ের—

প্রত্যেকটি সমাজ দেশ ও প্রদেশের ;

কোন জাতি, কোন বর্ণ বা কোন মানুষকে

অবদলিত করিয়া

যাহারা শ্রেয়োলাভ করিতে চায়

তাহারা ব্যর্থতাকেই লাভ করে।'

*　　　　*

'তুমি হিন্দুই হও

তুমি মুসলমানই হও

বা বৌদ্ধ-খৃষ্টানই হও

যতক্ষণ পর্যন্ত প্রতি প্রত্যেকের

সচেষ্ট বাঁচাবাড়ার স্বার্থ হইয়া

উঠিতে পারিতেছ না

ততক্ষণ পর্যন্ত ধর্ম কিন্তু

তোমার কাছে

দীপ্তিহীন, নিষ্প্রভ।'

'পূর্ব্ববর্তী মহাপুরুষ,
নবী, অবতার—পুরুষ যাঁহারা
সশ্রদ্ধ আনতির সহিত
অবলোকন কর—
তাঁহাদের মুখনিঃসৃত
পরমপুরুষের প্রেম সন্দীপী বাণী
আমাদিগকে কি বলিয়াছে,
কেমন চলনাতে আমরা সার্থকতায়
উপনীত হইতে পারিব।
তাই বলি
বিদ্বেষকে অবদলিত কর
হিংসাকে চিরবিদায় দেও
অতৃপ্তিকে অবলুপ্ত কর—
প্রেম তোমাদের ভিতর
অচ্ছেদ্যভাবে জাগরিত থাকুক।
শান্তি দাও, শান্তি লাভ কর—
প্রতিপ্রত্যেকে শান্তিতে উজ্জ্বল হয়ে থাক—
আর ইহাই ধর্ম—
এবং আমি মনে করি,
ইহাই ইস্‌লাম
আর বৌদ্ধ ও খৃষ্টনীতি ইহাই।'

* *

'যা করলে বাঁচা বাড়া
সমন্বয়ে বেড়েই যায়
তাকেই জানিস ধর্ম্ম বলে
ধর্ম্ম থাকে আর কোথায়?'

'বাঁচা বাড়া ক্ষুণ্ণ যাতে
এমনতর নিছক যা
অধর্ম্ম তা হবেই হবে
পাপ বলেও তুই জানিস তা।'

* *

'কর্ম্ম মাঝে ধর্ম্মকে যে
পালন করতে পারল না
ধর্ম্মে কর্ম্মে আনলো বিভেদ
পদে পদেই লাঞ্ছনা।'

* *

'ধর্ম্ম মানে আর কিছু নয়
যোগ্যভাবে বাঁচাবাড়া
নিজের সহ পরিবেশের
ধৃতি-চর্য্যার এই তো ধারা।'

* *

'সব যা-কিছুর অধিপতি—
ধারণ-পালন স্বভাব যাঁর,
একনিষ্ঠ সেই তপে হও
অমৃত তো সেই তোমার।'

* *

'জীবনটা তোর নয়কো পুতুল
নয়কো বেকুব মিথ্যাভরা।
বিধির বিধান চলরে মেনে
হবেই জীবন তৃপ্তিভরা।'

* *

তুমি যাই থাক না কেন—করায় আর বলায় চলতে থাক ঠিক তেমনতর চাল চলন নিয়ে যেন তুমি আপ্রাণ ও অটুটভাবে

আদর্শ প্রাণ আর ভাবও তুমি তাই—এতে যদি তুমি ভিতরে ভিতরে আদর্শে ধর্ম্ম-প্রেমোন্মাদ হয়ে পড় তাতেও ক্ষতি নেই।'

※ ※

'অন্যের আদর্শকে তাচ্ছিল্য করিয়া আপন আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করিতে যাইও না বরং স্বীকার করিয়া সম্মানের সহিত নিজের আদর্শের মিল প্রতিপাদন করিও, দেখিবে সকলেই তোমার আপন হইয়া যাইতেছে।'

※ ※

'শিক্ষার প্রাণই হচ্ছে
জীবন্ত আদর্শে একনিষ্ঠ তৎপরতা—
শরীর ও মনের কেন্দ্রায়িত,
সক্রিয়, সেবাপ্রবণ আত্মনিবেদন ;
এ বাদ দিয়ে যে শিক্ষা—
সে যাই হোক যেমনই হোক
আর যত বড়ই হোক—
অবিন্যস্ত, অমার্জ্জিত, বিক্ষিপ্ত উপলখণ্ডবৎ
এবং সমাজের বিস্ফোরণী সংবেধক।'

※ ※

'শিক্ষা কিন্তু কতকগুলি জড় বিজ্ঞতাই নয়কো—
বরং তা তাৎপর্য্য সহ জীয়ন্ত অনুভব—
তা না হ'লে
শিক্ষার দাম কোথায়
আর প্রাণই বা কী ?'

※ ※

'শিক্ষক যদি ইষ্টনিষ্ঠ না হয়
আর আচারবান না হয়,—

নিজেকে নিরখ পরখ ক'রে
পরিশুদ্ধির বালাই হতে
বহু দূরে সে থাকে ;—
আচরণে যদি সে আচার্য্য না হয়
তা'র চলা, বলা, করার ভিতর দিয়ে
জানার যদি সামঞ্জস্য না আসে—
ইষ্ট ও কৃষ্টির পরিপোষক হ'য়ে
সত্তা-সম্বর্দ্ধনী হ'য়ে—
সে শিক্ষক ছাত্রদের চরিত্রের
তক্ষক ছাড়া আর কিছুই নয়—
বিপর্য্যয়ী বিধ্বস্তির পরিবেষক মাত্র ;
শিক্ষাকে শ্রদ্ধাপ্লুত হবার অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়—
তা' বীতশ্রদ্ধ, বিশৃঙ্খল, অনাচারী চালচলন—
যা ব্যষ্টিজীবন ও সমষ্টি জীবনকে
ছন্নছাড়া ক'রে তোলে—
জাতিকে সর্ব্বনাশেই এগিয়ে দেয় ;
তাই শিক্ষাকেই যদি কুশল করতে চাও ত'
ইষ্টনিষ্ঠ, সশ্রদ্ধ, চরিত্রবান শিক্ষকের আজ্ঞায়
পরিপুষ্ট করে তোল তোমার সন্তান সন্ততিকে—
গুরুপদে নিয়োগ কর তা' দিগকেই
আর চরিত্র মানেই কিন্তু
ইষ্ট বা আদর্শনিষ্ঠ চলন
শিক্ষকের নিষ্ঠা পরিবেষণ করে শ্রদ্ধা,
চলন পরিবেষণ করে চরিত্র
বাক্য পরিবেষণ করে বৃত্ত,

আর কর্ম্মপটুতা আনে শ্রমশীলতা ;
ছেলে-পিলে মূঢ় হয়ে থাকে তা'ও ভাল—
কিন্তু অনিয়ন্ত্রিত-চরিত্র শিক্ষকের
সংসর্গে রাখা ভয়াবহ।'

* *

'আদর্শহীন, অপুষ্ট অসার্থক
বিচ্ছিন্ন ও বিকৃত শিক্ষা—
সংস্কৃতি, সংহতি, সৌজন্য ও
সংগঠনের যম।'

* *

'তোমার বিদ্যা যদি মাথাতেই মজুত থাকে
আর তা ব্যবহারে লাগাতে না জান—
সে বিদ্যা তোমার কিছুই নয়।'

* *

(পুরুষ ও নারীর সহশিক্ষা প্রসঙ্গে)—'ওতে ভাল হয় না ; অতিনৈকট্যে—relishing indulgence of weaknessএর দরুণ উভয়ের প্রতি উভয়ের আমন্ত্রণী আকর্ষণে প্রত্যেকে প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য হারিয়ে জগা খিঁচুড়ী পাকিয়ে maso-effiminacyর এক একটা উদ্ভট সংস্করণ হয়ে দাঁড়ায়। ঐকান্তিক মোহে পুরুষ তার চিন্তা চলন হাবভাব পোষাক-পরিচ্ছদ নারী-সারূপ্য লাভের সাধনায় মসগুল হয়। নারীও হয় তেমনিভাবে অস্বাভাবিক রকমের masculine air, attitude and pose-ওয়ালা। ঐ হিসাবে সবগুলি factors of faculties deranged nature ধরে। এতে chastity of complexes loosened হয়ে পড়ে, eugenic product গুলি fall করে, generation-গুলি generally weak and distorted হয়,—ইত্যাদি অনেক কিছুই কুফল ফলে। সেজন্যে আমার মতে mother এর domestic tutorial class এর পরে co-education হওয়া উচিত নয়।'

'তোমার ছাত্র কি বলে, শোনো—
আগ্রহে, কৌতূহলে ;—
তা' যদি তার জানার অনুকূলে হয়
তা'কে উৎসাহ দাও—বুঝিয়ে,
আর যদি তা' না হয়,
তা'ও বুঝাও তাকে—
সহজ করে দাও—উদ্দীপনায়,
শিখবার ক্ষুধা বেড়ে যাবে ;
শিক্ষা বা শিক্ষকে বীতস্পৃহ হ'তে দিও না কিছুতেই।'

* *

'দীক্ষা নিয়ে শিক্ষা ধরিস্
আচার্য্যকে ক'রে সার
আচরণী বোধ-চরনে
জ্ঞানের সাগর হ'না পার।'

* *

'বই পড়াই শুধু বিদ্যা নয়কো
বিদ্যা করায়—হাতে কলমে
অনুশীলনী কৃতি দীপনায়
স্মৃতিদীপ্ত সং-করমে।'

* *

'দক্ষ কুশল প্রবর্ত্তনা
সৃষ্টি করাই শিক্ষার ধারা
শিক্ষায় দক্ষ হবি যেমন
প্রতিফলনে তেমনি সাড়া।'

'কি ব'লে কি করতে হয়
কি হয় কেমন করে
কিবা ভাল কি বা মন্দ
ব্ঝিস কুতূহলে।'

※ ※

'লেখাপড়া করবি যখন
মন মাথাতে নিস এ'কে
লিখে সেটা পরখ করিস
যায় কি না-যায় তায় বে'কে।'

※ ※

'বলছি আগে, এখনও বলি
ঐতিহ্য, প্রথা, সংস্কার,
তার বেদীতেই শিক্ষা গাঁথিস
কুণ্ঠিতপা হয়ে অপার।'

※ ※

'বিদ্যার আদিম লক্ষ্যই জানিস
অমৃতকে খ‍্ুজে পাওয়া
ঐশ্বর্য্য জ্ঞান—বিত্তবাদি
ঐ পথেতেই কুড়িয়ে নেওয়া।'

※ ※

'ভগবানের রাজ্যে একটা বিধান এই যে, মানুষে করার ভিতর দিয়ে যা চায়, ভগবান তা মঞ্জুর করেন। সেইজন্য করার ভিতর দিয়ে যদি কেউ দুঃখ অর্জ্জন করে থাকে তা তিনি নাকচ করে দিতে পারেন না। উল্টো রকমের করার ভিতর দিয়েই তা নিরসন করতে হবে তাকে। করা ছাড়া শুধু ভাবা বা বলাকে তিনি আমল দেন না।'

'তপস্যার জন্য যে দুঃখ, যা কিনা মানুষের শ্রীবৃদ্ধির কারণ, সেটা যদি তুমি মানুষকে সহানুভূতি পরবশ হয়ে রেহাই দিতে চাও, তা'হলে তো তার উন্নতিই খতম হয়ে যাবে।'

* *

'উন্নতি লাভ করতে গেলেই তার জন্য কঠোর তপস্যা চাই, আমার ইচ্ছা করে, প্রত্যেকটা মানুষ দুস্তর তপস্যার উপর থাক। এতে মানুষের যত কষ্টই হোক, শরীর যদি ঠিক থাকে তবে দেখে আমার আরামই লাগে।'

* *

'মিষ্ট কথা, মৈত্রীভাব
শিষ্ট আচরণ,
বংশ আর ব্যক্তিত্বের
প্রধান লক্ষণ।'

* *

'নিন্দা-কুৎসা ক'রে কারও
হয় না শুভ অনুষ্ঠান,
মিষ্ট কথায় শিষ্ট চালই
উদ্বোধনার উপাদান।'

* *

'নিষ্ঠা যাদের কম—
কোন কাজেই থাকেনা লেগে;
রয়না তাদের দম।'

'হৃদয় দিয়ে হৃদয় কেনো
সেবা দিয়ে সেবা
স্বভাব দিয়ে স্বভাব কেনো
বিভব আন্‌ক শোভা।'

* *

'বাঞ্ছিত হৃদয় তৃপ্তি পায়
এমন কথা ব'লো,
কাজে যা'তে শান্তি পায়
এমন চলায় চলো।'

* *

'তুমি মিষ্টি কতখানি
জ্ঞানদীপ্তি কতটুকু,
লোকে কেমন ভালবাসে
সেটি কিন্তু জানার তুক্‌।'

* *

'সম্ভ্রমাত্মক দূরত্ব কিন্তু
সবার সাথেই রাখা ভাল,
ঋত্বিক্‌, ইষ্টভ্রাতা যারা
তাদের সাথেও তেমনি চলো।'

* *

''পারি যেন" বলিস্‌ কেন ?
ঝাঁপ দিয়ে পড়, পারার কাজে
পারগতাই পারিজাত আনে
না করলে তা হরই বাজে।'

''পারি যেন'' বললেই কিন্তু
দ্বিধাবিদ্ধ রয়ই মন,
বীর্যহারা আবেগ তাতে
ধুঁকেই ওঠে অনুক্ষণ।'

* *

'ধর, কর, পেরে ওঠ
পারগতার পুরস্কার
উদ্‌যাপনে সিদ্ধ হ'য়ে
লাভ করে নাও দয়া তাঁর।'

* *

'ব্যথার ব্যথী, সুখের সুখী
প্রীতি নিষ্ঠা হৃদয় ভরা,
শ্রেষ্ঠ চর্য্যায় শ্রেষ্ঠ যে-জন
জীবনই যে তার সুধার ধারা।'

* *

'সৎ-অসতের দুটি ধারাই
থাকে সবার হৃদয় মাঝে
সৎ যাহারা অসৎকে তারা
দেয় না প্রশ্রয় কোন কাজে।'

* *

'আমি যদি তোমার কাছে কিছু সংগ্রহ করতে বলি, সে ব্যাপারে যদি আমার নাম ভাংগাও তা'হলে তোমার কিছু হলো না। মানুষ-গুলির সঙ্গে তোমার এমন সম্বন্ধ থাকা চাই, যাতে তুমি চাইলেই তোমাকে দেবে, তোমাকে দিতে পেরে আত্মপ্রসাদ লাভ করবে। কেউ যদি খুশী মনে তার ক্ষুধার অন্ন থেকে দিতে চায় এবং তা গ্রহণ না

করলে ব্যথিত হয়, সে জায়গায় তাকে খিন্ন না করে কিছু নিলেও দোষ হয় না, আবার কেউ যদি অন্তরে অন্তরে ক্ষুণ্ণ হয়ে তার অফুরন্ত ঐশ্বর্যের এক অংশ নিয়ে দেয় এবং তাতে যদি সে materially (বস্তুগত ভাবে) এতটুকুও affected (ক্ষুণ্ণ) না হয় তা হলেও তা না নেওয়া ভাল।

আমি দেখিস্ না—যাদের আছে, তাদের অনেকের কাছে কিছুই চাই না, বরং তাদের আরো দিই, কিন্তু যাদের কিছু নেই, তাদের কাছেই হয়ত চাই। দ্যাখ্, পরমপিতার সেবায় অর্থ ব্যয় করতে সংকোচ লাগে, পিতৃপুরুষের পুণ্য না থাকলে সে প্রাণ লাভ করে না মানুষ। তবে আমার সব সময় বুদ্ধি থাকে, যার কাছ থেকে এক পয়সা নিই, কেমন করে তাকে এক টাকা পাইয়ে দেওয়া যায়।'

* *

'মানুষের হাততালি পাওয়া বা বাহবা পাওয়ার লোভ আমার কোনদিনই নাই। গালমন্দেরও আমি একটা পরোয়া করি না। আমি ভাবি কাজের কাজ যদি কিছু না হলো তবে কি করবো আমি মানুষের সুখ্যাতি দিয়ে? আর মানুষের সত্যিকার ভাল করতে গিয়ে প্রথমটা যদি দুর্নামের ভাগী হতে হয়, তা হলেই বা আমার ক্ষতি কি? আমি যে জানি—মানুষের দুঃখ কোথায়, আর সে দুঃখের নিরাকরণ যাতে হয়, তাইতো করে যাচ্ছি। এ আমার কাছে সখের ব্যাপার নয়; প্রাণের দায়। এর চাইতে বড় constructive activity (গঠনমূলক কর্ম) আর কি আছে আমি জানি না।'

মানুষগুলি একেবারে ছন্নছাড়া হয়ে গেছে, সংযম কাকে কয়, আত্মনিয়ন্ত্রণ কাকে কয় তা জানে না। তাতে জীবন সংগ্রামে পদে পদে হটে যাচ্ছে। তারই অনুশীলনের জন্য কই দীক্ষার কথা, যজন, যাজন, ইষ্টভৃতির কথা। আবার এক আদর্শের পতাকাতলে

যত লোক দীক্ষার মাধ্যমে সমবেত হবে, ততই তাদের মধ্যে এক পারম্পরিকতা গজিয়ে উঠবে। এমনি করেই বিচ্ছিন্ন মানুষগুলি দানা বেঁধে উঠবে। প্রত্যেকের জন্য ভাববে প্রত্যেকে, প্রত্যেকের জন্য করবে প্রত্যেকে। এই প্রাণটুকু, এই দরদটুকু যদি তোমরা প্রাণে-প্রাণে ফুটিয়ে দিতে পার নিজেদের আচরণ দিয়ে তা'হলে আর relief centre (সাহায্য কেন্দ্র) খুলতে হবে না। তখন relief centre (সাহায্য কেন্দ্র) হবে প্রত্যেকটা মানুষ।'

* *

'সমাজে আনতে হবে progressive mood, marriage reform বা বিবাহ-সংস্কার, আর industry ; স্বাস্থ্যে আনতে হবে normal diet and mode of living, normal exercise through activity আর elevative engagement ; Industryতে আনতে হবে service basis, profitable management আর continuity ; আর এ-সব আসে যথার্থ শিক্ষা হ'তে ;—তাই educationএ বিশেষ করে আনতে হবে elevative intellectualism, আর practical ও industrial training……

Progressive mood মানে higher idealএ love আর admiration—যেমন বুদ্ধদেবের প্রতি admiration অশোকের ভিতর দিয়ে সম্ভব করে তুলেছিল এমন একটা empire যা এখন কল্পনা করেও আনা যায়না।………Progressive mood যাতে বজায় থাকে এমনতর ideal publish করা, বিরোধী publication discourage করা, স্কুল কলেজগুলিকে mould করা—তার জন্য চাই যাত্রা, কথকতা, থিয়েটার, উপন্যাস, বায়স্কোপ, রেডিও, বক্তৃতা, নাটক—আর নূতন ধরণের পাঠ্যপুস্তক—elevating literature.'

'দেশের উন্নতি করতে গেলেই
সদৃশ-তুল্য বিবাহ
উন্নতির কিন্তু লক্ষ্যই জানিস
কৃতি সুন্দর নির্ব্বাহ।'

* *

'ঐতিহ্যসহ বাষ্টি যদি
সমান ঘরে বিয়ে করে
পারস্পরিক পরিচর্য্যার
সাম্য আসে তাই ধরে।'

* *

'বিয়ে ব্যাপারে সবার আগে
বর্ণের হিসেব করিস,
তার সাথেতেই বংশটিকে
বেশ খতিয়ে দেখিস্।
বংশ দেখে শ্রদ্ধা হলেই
স্বাস্থ্য দেখিস্ কেমন তার
তার সাথে তুই বাজিয়ে নিবি
স্বভাব অভ্যাস ব্যবহার।
এ সবগুলির সুসংগতি
মিলেই যদি যায়
বিদ্যা দেখিস নজর করে,
কর্ম্মের ওজন তায়।
পারম্পর্য্যে এগুলি সব
মিলিয়ে নিলে বিয়ে
প্রায়ই দেখিস ঠকবি না তুই
মরবি না বিষিয়ে।'

'পুরুষ নারী সবাই শোনো—
কোন প্রকার প্রতিলোমে
বিয়ে বা গমন করো নাকো
করো না পুষ্ট কুলি যমে ।'

※ ※

অতি সুন্দর অটুট প্রার্থী
প্রাপ্তি প্রীতি যদিও হয়
দূরেই থেকো এগিও নাকো
রাষ্ট্র সমাজ ওতেই ক্ষয় ।'

※ ※

'উন্নয়ণ আর সুপ্রজনন
এই তো বিয়ের মূল
যেমনি তেমনি করে বিয়ে
করিস নাকো ভুল ।'

※ ※

'সবর্ণ' সগোত্রে বিয়ে
দিসনে কোন দিনও ভুলে
করবে বংশ জরাজীর্ণ
অসংবন্ধ গণ-বহুলে ।'

※ ※

'নারীর পতি পরিবর্তন
হীনত্বকে মুখ্য করা,
ডিম্ব কোষে সুপ্তই থাকে
পূর্ব পূর্ব বীজের ধারা ।'

'জন্ম যাদের শুভ-সুন্দর
সদ্বংশের মিলন-ফলে.
বেড়ে ওঠা সহজ তা'দের
সৎ-প্রভাব রয় অন্তরালে ।'

※ ※

'আর্য্য গোষ্ঠি বা সমাজকে
যদি বাঁচাতে চাও
আর বৃদ্ধিতে অঢেল হ'তে চাও—
তবে এক আদর্শে ঐক্যবদ্ধ হও,
কৃষ্টিতে অচ্যুত হও
পণপ্রথাকে নিরোধ কর,
অনুলোম বিবাহকে উৎসাহিত কর,
আর ছোটকে বড় কর,—বড়কে অরি কর ।'

※ ※

'ঐতিহ্যহারা বৈশিষ্ট্যহারা
সমাজগ্রন্থি যেথায় বাদ—
অন্য কিছু হতেও পারে,
নয় কো সেটা সাম্যবাদ ।'

※ ※

'বাঁচাবাড়ার সাম্যে থাকা
চিরন্তন সাম্যবাদ
অমর-তেজা জীবন করে
সুস্থ কর তোর জীবনবাদ ।'

'জন্ম আনে জাতি কিন্তু
জাতিতে আনে বর্ণ ;
বর্ণ আনে গুণ—এষণা
হোক্ না যতই জীর্ণ ।'

* *

'জন্মানুগ বর্ণ ফোটে
গুণ-কর্মও তেমনতর
তেমনি ক'রে পোষণ দিলে
ব্যক্তিত্বও হয় তেমনি দড় ।'

* *

ঐতিহ্য নাই অটুট নিষ্ঠা
নাইকো নিষ্ঠা জাতিবর্ণের,
বিবাহে যাদের ব্যতিক্রম-বুদ্ধি,
শিষ্ট জনম নয়কো তাদের ।'

* *

'বর্ণাশ্রম ভারতীয় বৈশিষ্ট্যানুপাতিক, আর্য্যকৃষ্টিকে পরিরক্ষণের এক প্রকৃষ্ট দুর্গ ; ভারতীয় আর্য্যেরা যে এখনও আছে—তার ঐতিহ্য ও কৃষ্টিকে কতকালের গোঁড়া আগলানিতে আগলে ধরে—তার কারণ ঐ বর্ণাশ্রম ; যতটুকু ভেঙেছ ওকে, ভাঙ্গাও পড়েছ তেমনি । যদি পার পরিমার্জ্জিত কর, উজ্জীবিত করে তোল—বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুণ্ণ রেখে—বাঁচবে এখনও—আর দুনিয়াকেও বাঁচাবে—আর যদি ভাও—ও হারাবে…সাবাড় হ'বে নিজেরাও ।'

* *

'ঈশ্বর বহু—
তাও যেমন অপ্রাকৃতিক
সবাই সমান সব দিক দিয়ে
তাও তেমনি অস্বাভাবিক ।'

'দুনিয়ায় ছোট বড় কেউ নয়কো—প্রত্যেকেই যে যার মত ; যে যেমন পুরুষ-প্রবণ—মান বা ওজনও তার তেমনি।'

* *

'বর্ণাশ্রমে জাতিভেদ নেই—বর্ণ বৈশিষ্ট্যের পুঞ্জ আছে—আর আছে কৃষ্টি-সংবর্দ্ধনী সুপ্রজনন—যা সবর্ণ এবং অনুলোমে উদ্ভিন্ন হয়ে ওঠে ; জাতিভেদ নাই, ঘৃণা নাই বরং আছে পারস্পরিক সহযোগিতা—সত্তা ও স্বার্থের উপকরণ বৈশিষ্ট্যে—জাতি হিসাবে দ্বিজাতি—এক-তায় বিশ্ব দ্বিজাধিকরণের সমন্বয়ী সংপোষণে।'

* *

'বিভিন্ন প্রকারে জৈবী দানা যা বংশানুক্রমিক প্রথা, অভ্যাস ও সংস্থিতির ভিতর দিয়ে উদ্ভূত হয়েছে একধর্ম্মী হয়েও বিভিন্ন প্রকৃতির নানা রকমারিতে—তাকেই বর্ণ বলা যায়। প্রকৃতি ও ধর্ম্ম বৈশিষ্ট্যে এই জৈবী দানার বিশেষত্ব নিয়ে যে বিভাগ তাই বিভিন্ন বর্ণ। এই জৈবী দানাকে জৈবী-সংস্থিতিও বলা যায়—যা বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ে রূপে রূপে প্রকৃতি ও ধর্ম্ম সংস্থিতিতে উদ্ভিন্ন হয়ে ফুটে উঠেছে ও ফুটতে ফুটতে চলছে বিভিন্ন বক্তিত্বে বংশানুক্রমিতায় 'বড়, ছোট, খাট, আঁকা বাঁকা—ভালমন্দে—স্বভাবকে অক্ষুণ্ণ রেখে, যে মূলের ঐ বৈশিষ্ট্যের উপর দাঁড়িয়ে এই পরিণতি ক্ষুদ্রই হোক আর বৃহৎ হোক—তার আর পরিবর্ত্তন হচ্ছে না।'

* *

'ছোটখাট ২/৪টে প্রতিষ্ঠান করে জাতিকে বাঁচাতে পারা যাবে না ; যদি জাতের মধ্যে কৃষ্টিচেতনা, ধর্ম্মচেতনা ও সংহতি না আসে। তাই আমি ধর্ম্মার্থে লোক সংগ্রহের কথা বলি। এই মূল কাজ বাদ দিয়ে টুকরো টুকরো ভাবে যত সৎ প্রচেষ্টাই হোক

না কেন, তা' নিষ্ফল হয়ে যাবে। আমাদের দেশে প্রতিভাবান লোকের অভাব নেই, ধনী লোকের অভাব নেই, কর্মী লোকেরও অভাব নেই; কিন্তু এদের মিলিত প্রচেষ্টার অভাব আছে। সেই মিলন-ভিত্তিভূমি রচনা করতে হবে তোমাদের। যদি বাঁচতে চাও, বাঁচাতে চাও, তাড়াতাড়ি এটা করাই চাই।'

* *

'গণতন্ত্র আপনাদের দেশেই কি কম ছিল? শুনেছেন তো রামায়ণের কথা? একটি ব্রাহ্মণের ছেলের অকাল মৃত্যু হয়েছিল বলে, ব্রাহ্মণ এসে কৈফিয়ৎ তলব করেছিল রামচন্দ্রের কাছে—কেন তোমার রাজ্যে অকাল মৃত্যু হলো? এত বড় ব্যক্তিগত অধিকারের কথা আজকের দিনে কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আপনারা কি কল্পনা করতে পারেন? অগণ্য নগণ্য প্রত্যেকেরই এতখানি অধিকার তখন ছিল। দেশের ব্যক্তিগুলির সঙ্গে মন্ত্রী বা নেতাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক কোথায়? গণতন্ত্রের নায়ক যারা, তারা যদিও বলেন প্রত্যেক মানুষ সমান, তা'হলেও তারা অন্তরে অন্তরে জানেন যে তারা অসামান্য—অসাধারণ। প্রকৃত প্রস্তাবে অগণ্য নগণ্য দুঃখী সর্ব্বসাধারণের সঙ্গে তাঁদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক কতখানি?

তাদের বৈতরণী পার হবার খেয়া নৌকা হ'ল ভোট। ভোটের মালিক হল জনতা; জনতার চাপ, জনতার দাবী যেখানে সেইখানেই তারা দরদী ন্যায়-বিচারের দাবী খুলে বসেন। ব্যষ্টি দিয়ে যে জনতা, সেই ব্যষ্টির তারা ধার ধারেন না, তার কথায় কর্ণপাতও করেন না। তাই গণতন্ত্রের মধ্যে যে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের কথা বলা হয়, ওটা একটা লোক ঠকানো কথা। প্রত্যেকটা প্রাপ্তবয়স্ক লোককে ভোটাধিকার দিলেই গণতন্ত্র হয় না। দেখতে হবে এই ভোটাধিকারের ভিতর দিয়ে সে পেল কি?

'বিধান বা উন্নতিকে উপাসনা করে না,
বৈশিষ্ট্যকে আরাধনা করে না,
শ্রেষ্ঠকে অর্ঘ্য প্রদান করে না
অথচ সাম্যের বোলচালে মুখর—
তা' কপট, সর্ব্বনেশে—
আত্মঘাতী।'

*　　*

'যে সরকার আইনে সুআশ্রয়
কিন্তু মানুষের নয়—
তা' বিকৃতমস্তিষ্ক রাহাজানি মাত্র।'

*　　*

'শাসনতন্ত্র সহজ তখনই,
আদর্শতন্ত্র যখন একনিষ্ঠ নিরাবিল ;
শ্রমই সেখানে স্বাস্থ্য ও তৃপ্তি,
অন্তরই কৈফিয়ৎ-কর্ত্তা,
কৃতি সমাধানই উত্তর।'

*　　*

'ধর্ম্মঘটের ঘোঁট পাকিয়ে
বিনা-পাষণে টাকা আদায়
চর্য্যাহারা স্বার্থলোলুপ
শোষক তারা বাস্তবতায়।'

'আমার একান্ত যিনি
পরম পিতা পরমেশ্বর যিনি
তাঁর চরণে একান্ত নিবেদন,আমার—
তোমরা প্রতিপ্রত্যেকে
তোমাদের পরিবার পরিবেশ সহ
সুখে সুদীর্ঘজীবী হয়ে বেঁচে থাক,
বোধ, বিবেক, কর্ম্ম-তৎপরতার
বোধিকুশল প্রস্তুতি ও নিয়ন্ত্রণে—
বিপদ্ আপদ দুঃখ কষ্ট তোমাদের
সহজেই সুনিয়ন্ত্রিত ও নিরস্ত হয়ে উঠুক,
তোমরা তোমাদের পারিপার্শ্বিকের
প্রতি প্রত্যেকেরই আশ্রয় হয়ে ওঠ,
তোমাদের সান্নিধ্য ও সক্রিয় সেবায়
সকলেই যোগ্যতায় উদ্বর্দ্ধিত হ'য়ে
শান্তি, স্বস্তি ও জীবনে উচ্ছল হয়ে উঠুক,
তোমরা ইষ্টানুগ চলনে
সুখী হও
শান্তি পাও
তৃপ্তি পাও—
এই আমার প্রার্থনা।'

* *

"ধর্ম্ম যদি না ফুটলো তোর সংসারে প্রতি কর্ম্মে।
বাতিল ক'রে রাখলি তারে কি হবে তোর ধর্ম্মে?"

"একটু কাঁদলেই বা নৃত্যগীতাদিতে উত্তেজিত হ'য়ে লম্ফঝম্পাদি ক'রলেই যে ভক্তি হ'ল তা' নয়কো ; সাময়িক ভাবোন্মত্ততাদি ভক্তের লক্ষণ নয়কো ; ভক্তের চরিত্রে পাতলা অহংকারের চিহ্ন, বিশ্বাসের চিহ্ন, সৎ চিন্তার চিহ্ন, সদ্ব্যবহারের চিহ্ন এবং উদারতা ইত্যাদির চিহ্ন কিছু-না-কিছু থাকবেই থাকবে, নতুবা ভক্তি আসে নাই।"

* *

"জগতের সমস্ত ঐশ্বর্য্য—জানা, ভালবাসা ও কর্ম্ম—যাঁহার ভিতর সহজ-উৎসারিত, আর যাঁহার প্রতি আসক্তিতে মানুষের বিচ্ছিন্ন জীবন ও জগতের সমস্ত বিরোধের চরম সমাধান লাভ হয়—তিনিই মানুষের ভগবান।"

* *

"ভগবানকে জানা মানেই সমস্তটাকে বুঝা বা জানা।"

* *

"যাঁহার কোন মূর্ত্ত আদর্শে কর্ম্মময় অটুট আসক্তি—সময় ও সীমাকে ছাপাইয়া তাঁহাকে সহজভাবে ভগবান করিয়া তুলিয়াছে, যাঁহার কাব্য, দর্শন ও বিজ্ঞান মনের ভাল-মন্দ বিচ্ছিন্ন সংস্কারগুলিকে ভেদ করিয়া ঐ আদর্শেই সার্থক হইয়া উঠিয়াছে—তিনিই সদ্‌গুরু।"